কোরিওলেনাস

bengaliboi.com

উইলিয়াম শেকসপিয়র

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link

Get *More*
Free
eBook

VISIT
WEBSITE

www.bengaliboi.com

Click here

কোরিওলেনাস

রোমের মানুষ সম্রাটের শাসনে সুখে স্বাচ্ছন্দেই দিন কাটাচ্ছিল। আচমকা প্রকৃতির খেয়ালে দেখা দিল অনাবৃষ্টি, আর তার ফলে ঘনিয়ে এল খাদ্যাভাব। দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে ঘনিয়ে এল সীমাহীন দুঃখদুর্দশা। খেতে না পেয়ে তারা দলে দলে কুকুরের মত মরতে লাগল। কিন্তু এভাবে বেশিদিন চলল না, একসময় দেশের মানুষ মরিয়া হয়ে রুখে দাঁড়াল, তারা দেশের সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত নিল। এর কিছুদিন পরে টাল্লাস অফিডিয়াসের নেতৃত্বে কোরিওলি শহরের বাসিন্দা ভলসিয়ানরা সম্রাটের বিরুদ্ধে সত্যিই বিদ্রোহ ঘোষণা করল। কেইয়াস মার্সিয়াস, কমিনিয়াস আর লারটিয়াস— এই তিন সাহসী সেনাপতি রোমান বাহিনী নিয়ে বিদ্রোহ দমন করতে রওনা হলেন কোরিওলির দিকে।

ভলসিয়ানরা তৈরি হয়েই ছিল। সেনাপতি অফিডিয়াসের নেতৃত্বে তারা রোম্যান বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অফিডিয়াসের বাহিনীর হাতে বেধড়ক মার খেয়ে রোমান বাহিনী পিছু হঠতে বাধ্য হল। এবার রণাঙ্গন পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন কেইয়াস মার্সিয়াস।

"তোমরা সবাই কাপুরুষ!" রোমান বাহিনীর মনোবল ফিরিয়ে আনতে সেনাপতি কেইয়াস মার্সিয়াস গলা চড়িয়ে বললেন, "তোমরা বীরের মত লড়াই করে মরতেও শেখোনি। দেশকে যখন শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না, তখন শুধু শুধু যুদ্ধ করতে এসেছো কেন? যুদ্ধ মানেই যে মৃত্যু, নয়ত পরাজয়— তা ত তোমাদের চেয়ে আর কেউ ভাল জানে না!"

কেইয়াস মার্সিয়াসের জ্বালাময়ী ভাষণে রোমান বাহিনী হারানো মনোবল ফিরে পেল। খানিক বাদে তাদের চোখের সামনেই মার্সিয়াসের সঙ্গে অফিডিয়াসের তুমুল

লড়াই শুরু হল। লড়াই-এ হেরে পালিয়ে গেলেন অফিডিয়াস। এই ঘটনায় সৈন্যরা যুদ্ধ করায় প্রেরণা ফিরে পেল। তারা মার্সিয়াসের নেতৃত্বে ভলসিয়ান বিদ্রোহীদের পাল্টা আক্রমণ করল। অসংখ্য শত্রু সৈন্য বধ করে কেইয়াস মার্সিয়াস রোমান বাহিনী নিয়ে ঢুকে পড়লেন কোরিওলি শহরে। তাঁর পেছন পেছন বাকি দুই সেনাপতি কমিনিয়াস আর লারটিয়াসও তাঁদের বাহিনী নিয়ে ঢুকলেন কোরিওলি শহরের ভেতরে। শহরের ভেতরে লুঠপাঠ চালিয়ে রোমান সৈনিকেরা যে যা পেল তাই নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু এদিকে মার্সিয়াসের আগ্রহ নেই। বিদ্রোহী ভলসিয়ান বাহিনীর তখনও যে ক'জন টিকে ছিল তিনি এবার তাদের ধ্বংস করতে এগোলেন। বিদ্রোহ দমন করে বীর সেনাপতি কেইয়াস মার্সিয়াসকে সামনে রেখে কমিনিয়াস আর লারটিয়াস বিজয়ী রোমান বাহিনী নিয়ে ফিরে এলেন শিবিরে। বিদ্রোহী নেতা অফিডিয়াস প্রাণ বাঁচাতে লড়াই ছেড়ে পালিয়েছেন এ খবর শুনে খুশির হাওয়া বইল সৈনিকদের মধ্যে। খানিক বাদে লারটিয়াস আর কমিনিয়াস প্রশংসা করতে লাগলেন মার্সিয়াসের বীরত্বের। সবার সমানে নিজের প্রশংসা শুনে লজ্জা পেলেন মার্সিয়াস, তিনি বললেন, "আমিও আপনাদেরই মত এক সাধারণ সৈনিক, দেশের জন্য সাধ্যমত লড়েছি, এনিয়ে এত প্রশংসার কি আছে?"

কোরিওলিওশহরে লুঠপাঠ চালিয়ে রোমান সৈনিকেরা প্রচুর দামি জিনিসপত্র আর ঘোড়া পেয়েছিল। এবারে কমিনিয়াস সেসব থেকে মার্সিয়াসকে তাঁর পছন্দমত কয়েকটি জিনিস ও একটি ঘোড়া বেছে নিতে বললেন। কিন্তু মার্সিয়াস তা নিতে রাজি হলেন না, তিনি বোঝাতে চাইলেন এসব গ্রহণ করলে তা হবে ঘুষ নেবার সমান, তাই তিনি তা নিতে পারবেন না। মার্সিয়াস আবার কমিনিয়াসকে মনে করিয়ে দিলেন যে তিনি নিজেও আর পাঁচজন সৈনিকের মতই দেশের জন্য লড়াই করেছেন। কাজেই যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন বলে তিনি আলাদাভাবে কোনও পারিতোষিক গ্রহণ করতে পারবেন না। তাঁর কথা শুনে শিবিরে যেসব সৈনিক ছিল সবাই শিরস্ত্রাণ খুলে বর্শা উঁচু করে 'মার্সিয়াস'! 'মার্সিয়াস'! বলে চেঁচিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাল। কিন্তু সেই সমবেত অভিনন্দন ও অস্বস্তিতে ফেলল মার্সিয়াসকে। এই অভিনন্দন যে তোষামোদের সমান সেকথা তিনি সবার সামনেই বললেন।

"বুঝতে পারছি তুমি খুবই কর্তব্যপরায়ণ," সেনাপতি কমিনিয়াস মন্তব্য করলেন, "নিজের প্রশংসা শুনতে চাও না। তাহলেও যে বীরত্ব তুমি আজ দেখিয়েছো তার স্বীকৃতি হিসেবে আমার সেরা ঘোড়াগুলোর একটা তোমায় দিচ্ছি। আর কোরিওলিও শহর দখলের লড়াই-এর কথা মাথায় রেখে আমরা তোমাকে 'কোরিওলেনাস' পদবীতে

ভূষিত করলাম—কেইয়াস মার্সিয়াস। কোরিওলেনাস আজ থেকে এই হবে তোমার নতুন পরিচয়।"

সেনাপতি কমিনিয়াসের ঘোষণা শেষ হতে উপস্থিত সৈনিকেরা 'কেইয়াস মার্সিয়াস কোরিওলেনাস' বলে কয়েকবার জয়ধ্বনি দিল।

"যে সম্মান আপনারা আমায় দিলেন তাতে ভেতরে ভেতরে লজ্জিত হলেও আমি গর্ব অনুভব করছি," বললেন কোরিওলেনাস, "সেনাপতি কমিনিয়াসের দেয়া সেরা ঘোড়ায় আমি এখন থেকে চড়ব, আর তাঁর দেয়া পদবী মর্যাদা রক্ষা করার চেষ্টা করব।"

বিদ্রোহ দমন করে বিজয়ী কোরিওলেনাস এরপরে বাকি দুই সেনাপতি কমিনিয়াস আর লারটিয়াসকে সঙ্গে নিয়ে রোমান বাহিনীর পুরোভাগে ফিরে এলেন রোমে। সরকারী ঘোষক শহরবাসীদের লক্ষ করে বলল, "..... আমাদের সেনাপতি কেইয়াস মার্সিয়াস বিদ্রোহী ভলসিয়ানদের পরাজিত করে কোরিওলি শহর অধিকার করেছেন, যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের স্বীকৃতি হিসেবে সেনাপতি কমিনিয়াস তাঁকে কোরিওলেনাস পদবীতে ভূষিত করেছেন। তাঁকে উপযুক্ত সম্মান দেখানোর জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করা হচ্ছে।" ঘোষণা শুনে সমবেত জনসাধারণ চেঁচিয়ে কোরিওলেনাসকে অভিবাদন জানাল। ততক্ষণে যুদ্ধের বিররণ পৌঁছেছে সেনেটর আর ট্রিবিউনদের কানেও। সিসিনিয়াস ভেলুটাস আর জুনিয়াস ব্রুটাস নামে দু'জন ট্রিবিউনের কাছে কোরিওলেনাসকে দেয়া এই সম্মান অসহ্য ঠেকল। তাঁরা চাপাগলায় মন্তব্য করলেন, "বিদ্রোহীদের সেনাপতি টাল্লাস অফিডিয়াসের সঙ্গে কোরিওলেনাস দারুণ লড়াই করেছেন শুনছি, কিন্তু অফিডিয়াসকে তিনি যুদ্ধে হত্যা করতে পারেননি, এমনকি বন্দিও করতে পারেননি। তাহলে তিনি এমন কী বীরত্ব দেখালেন? এ যুদ্ধও ত যুদ্ধের নামে খেলাধুলো ছাড়া কিছু নয়।" কোরিওলেনাসের মা ভলুমনিয়া হাসিমুখে এগিয়ে আসতে ঘোড়া থেকে নেমে এলেন কোরিওলেনাস। সবার সামনে মা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে চুমু খেলেন তার কপালে।

এরপরে জনতা শোভাযাত্রা করে বিজয়ী কোরিওলেনাসকে নিয়ে এল জুপিটারের মন্দিরের সামনে। সেখানে অপেক্ষমান বিশাল জনতার কাছে সেনাপতি কমিনিয়াস বিদ্রোহ দমনে কোরিওলেনাসের অসাধারণ বীরত্বের কথা জোরগলায় শোনালেন। সেখানে জনতার মাঝখানে একজন সেনেটরও ছিলেন, কমিনিয়াসের ভাষণ শুনে তিনি বললেন, "শুধু কোরিওলেনাস খেতাব দিয়েই কেইয়াস মার্সিয়াসকে যথেষ্ট সম্মান দেখানো হয়েছে বলে আমি মনে করি না, তাঁকে বীরের প্রাপ্য সম্মান ও পুরস্কার দেয়া হোক।" সেকথা শুনে সেনাপতি কমিনিয়াস বললেন, "শহরে লুঠপাঠ চালিয়ে

যা পাওয়া গেছে তা থেকে পছন্দমত কোনও জিনিস ওঁকে বেছে নিতে বলেছিলাম। কিন্তু উনি তা নিতে রাজি হননি।" জনতার মধ্যে ছিলেন কোরিওলেনাসের বন্ধু মেনেনিয়াস এগ্রিপ্পা। কমিনিয়াসের বক্তব্যের সূত্র ধরে তিনি বললেন, "তাহলে বীরত্বের সম্মান হিসেবে কোরিওলেনাসকে কনসাল পদ দেয়ার প্রস্তাব আমি দিচ্ছি, তাহলেই ওঁকে উপযুক্ত সম্মান জানানো হবে। এবার আমাদের কিছু বলার জন্য জনতার পক্ষ থেকে আমি সেনাপতি কোরিওলেনাসকে অনুরোধ করছি।"

"আমি সৈনিক," জনতার উদ্দেশে বললেন কোরিওলেনাস "এইভাবে সবার সামনে ভাষণ দেবার অভ্যাস আমার নেই। প্রয়োজনে দেশ আর দেশবাসীকে রক্ষা করতে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা আমার পবিত্র কর্তব্য বলেই আমি মনে করি। আপনারা জানেন বিদ্রোহ দমন করতে তিনজন সেনানায়ককে পাঠানো হয়েছিল। আমি ছিলাম তাঁদেরই অন্যতম। লড়াই-এর গোড়ায় ভলসিয়ানদের প্রচণ্ড আক্রমণে আমাদের বাহিনী যখন পিছু হঠছিল সেইসময় আমি আহত হই। ঐ অবস্থায় আমি আমাদের বাহিনীকে সঙ্ঘবদ্ধ করে শত্রুকে পাল্টা আক্রণ করি। এইভাবে কোরিওলি শহর আমাদের দখলে আসে। এরপরে সেনাপতি কমিনিয়াস আমাকে কোরিওলেনাস পদবীতে ভূষিত করেন। এর বেশি আর কিছু আমার বলার নেই।" বলে কোরিওলেনাস সেখান থেকে বিদায় নিলেন।

"ব্যাটার বড্ড দেমাক!" কোরিওলেনাস চলে যাবার পরে তাঁর বিরোধী দুই ট্রিবিউন ভেলুটাস আর ব্রুটাস মন্তব্য করলেন, "ভেবেছিলাম ও যুদ্ধে গিয়ে ঠিক খতম হবে। কিন্তু চোট খেয়েও ব্যাটা আবার ফিরে এসেছে। এমন লোককে আবার একজন কনসাল বানানোর প্রস্তাব দিলেন। এ লোক একবার কনসাল হলে দেশের মানুষের দুর্দশা যে বাড়বে বই কমবে না, তা স্বয়ং ঈশ্বরও জানেন।" তাঁদের কথায় সায় দিয়ে জনতা বলল, "না, না কোরিওলেনাসকে কোনওভাবেই কলসাল পদে বসানো যাবে না!" জনতার সমর্থন পেয়ে খুশি হয় ভেলুটাস আর ব্রুটাস, তারা জনতার উদ্দেশে বলে ওঠে,"এবার তাহলে যা বলি মন নিয়ে শোনো সবাই। তোমাদের সঙ্গে নিয়ে আমরা যাব কোরিওলেনাসের কাছে, তাঁকে যে তোমরা কনসাল করতে চাও না সেকথা তাঁকে জোরগলায় বলবে।"

"তাই হবে!" জনতা জোরগলায় চেঁচিয়ে উঠে সায় দিল, "দরকার হলে আমরা সম্রাটের কাছে গিয়ে বলব যাতে কোরিওলেনাসকে রোম সাম্রাজ্যের কনসাল পদ দেয়া না হয়!"

উত্তেজিত জনতাকে সঙ্গে নিয়ে এরপরে ভেলুটাস আর ব্রুটাস এল কোরিওলেনাসের কাছে। কোনওরকম ভূমিকা না করে বলল,"দেশের মানুষ আপনাকে কনসাল হিসেবে পেতে চায় না। দেশে দুর্ভিক্ষের সময় জনসাধারণকে খাদ্যশস্য বিতরণ করার সময় আপনি তাদের ব্যঙ্গ করেছিলেন, মনে পড়ে সেকথা?"

"সেকথা ভুলে গেছি এমন ধারণা আপনার মনে হল কি করে?" মাথা উঁচু করে জবাব দিলেন কোরিওলেনাস, "দেশের সাধারণ মানুষ সম্পর্কে সেদিন আমার মনে যে ধারণা ছিল আজও তাই আছে। আমি সৈনিক। নিজের জীবনের কথা না ভেবে চিরকাল দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। এবার দরকার হলে না হয় বেইমান আর অকৃতজ্ঞদের বিরুদ্ধেই হাতিয়ার ধরব।"

"নিজেকে যতই দেশপ্রেমী হিসেবে প্রমাণ করতে চান না কেন," ট্রিবিউন ব্রুটাস বলল, "আপনার এসব কথা কিন্তু দেশদ্রোহীর মুখেই মানায়। এসব কথা বলার পরে কী করে আপনি কনসাল পদের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন তা বুঝতে পারছি না।"

কোরিওলেনাসের মন্তব্য জনতা তার আগেই শুনতে পেয়েছে। তারা একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, "কোরিওলেনাসকে আমরা কনসাল পদে উপযুক্ত বলে মনে করি না। উনি এ পদের অযোগ্য, ওঁকে আমরা কেউ মানি না।"

"আঃ, খামোখা মাথা গরম করে চেঁচিয়ো না!" ট্রিবিউন ব্রুটাস সুর পাল্টে বলল "মাথা গরম করে উত্তেজিত হয়ে কোনও ভাল কাজ করা যায় না। তোমরা সবাই ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় শান্তভাবে ভেবে দেখ, তারপরে যা সিদ্ধান্ত নেবার নাও।"

"অত ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখার ব্যাপার বুঝতে আমরা রাজী নই," জনতা উত্তেজিত গলায় চেঁচিয়ে বলল, "আপনারা যাই বলুন না কেন, কোরিওলেনাসকে আমরা কনসাল হিসেবে পেতে চাই না!"

"আমরা কোরিওলেনাসের মৃত্যু চাই!" সুযোগ পেয়ে চেঁচিয়ে বলল ট্রিবিউন ভেলুটাস।

"বেশ ত, মরার জন্য আমি তৈরি আছি," ভেলুটাসের কথা শুনে খাপ থেকে তলোয়ার টেনে বের করলেন কোরিওলেনাস, "কে আমায় মারতে চাও, চলে এস!"

কোরিওলেনাসের ঐ মারমুখী মূর্তি দেখে জনতা ঘাবড়ে গেল। তাঁকে আক্রমণ করার সাহস পেল না কেউই। কোরিওলেনাস আর অপেক্ষা না করে চলে গেলেন সেখান থেকে। মতলব বানচাল হয়ে যেতে ট্রিবিউন ব্রুটাস জনতাকে ধিক্কার দিয়ে বলে উঠল, "তোমাদের ভয় দেখিয়ে ও এইভাবে দিব্যি পালিয়ে পিঠ বাঁচাল। কিন্তু

তোমরা ওকে বাঁচতে দিও না, কোরিওলেনাসকে বাড়ি থেকে বের করে এনে বধ করো।"

"হতভাগা বেইমান কোথাকার!" বলতে বলতে এগিয়ে এলেন কোরিওলেনাসের বন্ধু মেনেনিয়াস এগ্রিপ্পা, ব্রুটাসের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "কথাটা বলতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না? যে দেশের জন্য লড়াই করে আহত হয়, তাকে বধ করার কথা মনে ঠাঁই দাও কি করে?"

"থাক, ওর হয়ে আর গুণ গাইতে আসবেন না।" ট্রিবিউন ব্রুটাস খেঁকিয়ে উঠল, লড়াই করা তার পেশা। লড়াই-এ জিতলে সে লুঠের মালের বখরা পায়, সেই লোভেই লড়াই করতে যায়!"

"কোরিওলেনাসের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকলে তোমরা ফোরামে যাও," জনতাকে লক্ষ করে বলে উঠলেন এগ্রিপ্পা, "সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করো!"

"বেশ, তাই হবে!" জনতা চেঁচিয়ে সায় দিল। আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই বুঝে সবাই এরপরে যে যার বাড়ির দিকে রওনা হল, ট্রিবিউন ভেলুটাস আর ব্রুটাসও নতুন মতলব ভাঁজতে ভাঁজতে এগোলো। সবাই চলে গেলে এগ্রিপ্পা এলেন তাঁর বন্ধু কোরিওলেনাসের কাছে, ব্রুটাস আর ভেলুটাস কিভাবে জনতাকে তাঁর বিরুদ্ধে তাতিয়ে তুলেছে বিস্তারিতভাবে তা খুলে বললেন। সব শুনে কোরিওলেনাস বললেন তিনিও ফোরামে যাবার জন্য তৈরি। এগ্রিপ্পা নির্দিষ্ট দিনে তাঁকে নিয়ে এলেন ফোরামের বিচার সভায়। সভার মাঝখানে এসে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন কোরিওলেনাস। তাঁর চোখের চাউনিতে বা হাবেভাবে ভয়ের কোনও চিহ্ন কারও নজরে ধরা পড়ল না। 'কোরিওলেনাস স্বৈরাচারী' এই দুর্নাম তাঁর ওপর প্রয়োগ করে আগেই সেনেটরদের প্রভাবিত করেছে দুই ট্রিবিউন ব্রুটাস ও ভেলুটাস। তাই রোম সাম্রাজ্যের কনসাল পদে তাঁকে বসানোর প্রস্তাব করেও শেষপর্যন্ত তাঁরা পিছিয়ে গেলেন। তাঁর বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা চক্রান্তের পরিণতিতে এরপরে কোরিওলেনাসকে গ্রহণ করতে হল নির্বাসন দণ্ড, সেই দণ্ড মাথায় নিয়ে মা ভলুমনিয়া আর স্ত্রী ভার্জিনিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিলেন কোরিওলেনাস, তারপরে রোম ছেড়ে চলে গেলেন।

★ ★ ★ ★ ★

রোম থেকে বিতাড়িত হয়ে কোরিওলেনাস এসে হাজির হলেন কোরিওলিতে ভলসিয়ানদের মুলুকে তাদের নেতা টাল্লাস অফিডিয়াসের বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলেন। অফিডিয়াস গোড়ায় তাঁকে চিনতে পারলেন না, তারপরে যখন শুনলেন

তিনিই কেইয়াস মর্সিয়াস কোরিওলেনাস তখন অবাক হয়ে কয়েকমুহূর্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। অফিডিয়াসের মনে পড়ে গেল রোমান বাহিনীর সঙ্গে লড়াই-এর সময় এই বীরের হাতেই তিনিই পরাজিত হয়েছিলেন।

"এতদিন পরে আপনি কেন আমার কাছে এসেছেন, কোরিওলেনাস?" জানতে চাইলেন অফিডিয়াস।

"যে রোমের হয়ে একদিন আমি আপনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি," বলতে গিয়ে কোরিওলেনাসের গলা ধরে এল, "সেই রোমের মানুষেরাই আমায় দেশছাড়া করেছে, স্বৈরাচারী অপবাদ দিয়ে তারা আমায় নির্বাসন দিয়েছে। এই অপমানের জ্বালা সইতে না পেরে আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি, অফিডিয়াস, অপমানের প্রতিশোধ নিতে আমি রোম আক্রমণ করতে চাই।"

"একসময় আপনি ছিলেন আমার শত্রু, কোরিওলেনাস," অফিডিয়াস বললেন, "তবে এইমুহূর্ত থেকে আপনি আমার মিত্র হলেন। বীরত্বের জন্য আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। রোমের মানুষ যখন আপনাকে অন্যায়ভাবে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছে, তখন তার প্রতিশোধ নিতে হবে বইকি, আর এ প্রতিশোধ নেবার ব্যাপারে আপনি আমার সম্পূর্ণ সহায়তা পাবেন।"

ভলসিয়ান সৈন্যবাহিনী নিয়ে কোরিওলেনাস রোম আক্রমণ করতে আসছেন গুপ্তচরদের মুখ থেকে এখবর যথাসময়ে পৌঁছোল রোমের শাসকদের কানে, বিদ্রোহী ভলসিয়ানদের নেতা টাল্লাস অফিডিয়াস নিজে ভলসিয়ান বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন তা-ও শুনল তারা।

যারা কোরিওলেনাসকে নির্বাসন দণ্ড দিয়ে দেশ থেকে তাড়িয়েছিল তারা এবার বুঝতে পারল পরিস্থিতি সত্যিই ভয়ের, কোরিওলেনাস রোমে এলে সবার আগে তাদের কচুকাটা করবেন তা বেশ বুঝতে পারল তারা। কোরিওলেনাসকে দেশছাড়া করার চক্রান্ত যারা করেছিল তারা এবার এসে হাজির হল সেনাপতি কমিনিয়াসের কাছে, সেনাপতি কেইয়াস একসময় কমিনিয়াসের খুব কাছের মানুষ ছিলেন, তিনিই তাঁকে কোরিওলেনাস পদবী দিয়েছিলেন। আজ কমিনিয়াস বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোরিওলেনাসকে সংযত করতে পারবেন ধরে নিয়ে তাঁকে ভলসিয়ান শিবিরে গিয়ে কোরিওলেনাসের সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ জানাল সবাই। সে অনুরোধ এড়াতে না পেরে সেনাপতি কমিনিয়াস ভলসিয়ান শিবিরে এসে দেখা করলেন কোরিওলেনাসের সঙ্গে, রোম আক্রমণ না করতে তাঁকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু কোরিওলেনাস জানালেন, এ অনুরোধ তিনি রক্ষা করতে পারবেন না, অকৃতজ্ঞ রোমানদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে তিনি সসৈন্যে রোম আক্রমণ করবেনই।

কমিনিয়াস ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন। রোম আক্রমণে কোরিওলেনাস দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জেনেও পিছু হটল না চক্রান্তকারী ট্রিবিউন ব্রুটাস আর ভেলুটাস। তারা এবার একই দায়িত্ব দিয়ে কোরিওলেনাসের কাছে তাঁর পুরোনো বন্ধু এগ্রিপ্পাকে পাঠাল। কিন্তু এগ্রিপ্পাকেও কমিনিয়াসের মতই ফিরিয়ে দিলেন কোরিওলেনাস। কোরিওলেনাসের চক্রান্তকারীরা তবু হার মানল না, শেষ চেষ্টা করতে তাঁর মা আর স্ত্রীকে কোরিওলেনাসের কাছে পাঠাল তারা।

কোরিওলেনাসের তাঁবুতে এসে ঢুকলেন তাঁর মা ভলুমনিয়া, নাবালক শিশুপুত্রের হাত ধরে পেছন পেছন এলেন তাঁর স্ত্রী ভার্জিনিয়া। প্রিয়জনদের দেখে অবাক হলেন কোরওিলেনাস, কোনও প্রশ্ন করার আগে তার মা ভলুমিনা নিজেই তাঁকে রোম আক্রমণের সংকল্প ত্যাগ করতে বললেন।

"সংকল্প ত্যাগ করার অনুরোধ কেন করছ?" জানতে চাইলেন কোরিওলেনাস।

"রোম আক্রমণ করলে যে ভয়ানক যুদ্ধ হবে তা আমি জানি, এ-ও জানি সে যুদ্ধে তুমিই জিতবে। কিন্তু মনে রেখো বাছা, যুদ্ধে জিতলেও আমাদের কাউকে তুমি জীবন্ত দেখবে না, সৈনিকরা আমাদের তিনজনকে নির্মমভাবে বধ করবে। শুধু আমরা কেন, আমাদের মত আরও কত নিরীহ মানুষের মৃত্যু ঘটবে তা একবারও ভেবে দেখেছো? তোমার প্রতিশোধ গ্রহণ হয়ত হবে, কিন্তু ভবিষ্যতে রোমের মানুষ কোনওদিনই তোমায় ক্ষমা করতে পারবে না। সময় থাকতে এই ধ্বংসের সংকল্প তুমি ত্যাগ করো।"

মা, বউ আর নাবালক সন্তান, একে একে তিনজনের মুখের দিকে তাকালেন কোরিওলেনাস, একই আবেদন তিনজনের চোখের চাউনিতে ফুটে উঠেছে তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন।

"তাই হবে, মা," ভলুমনিয়ার চোখে চোখ রেখে বললেন কোরিওলেনাস, "নিশ্চিন্ত মনে তোমরা বাড়ি ফিরে যাও। আর হ্যাঁ, ফিরে গিয়ে দেশের মানুষদের ধরে ধরে বোলো শুধু তোমারই জন্য আজ রোম ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গেল।"

ভলুমনিয়ার সঙ্গে কোরিওলেনাসের কি কথাবার্তা হচ্ছে তা তখনও জানতে পারেনি ভেলুটাস ও ব্রুটাস সমেত কোরিওলেনাস-বিরোধী চক্রের মানুষেরা। কোরিওলেনাস রোম আক্রমণ করতে এসে সবার আগে তাঁদের খুঁজে বের করে নির্মমভাবে বধ করবেন এবিষয়ে তারা সবাই নিশ্চিত। এই সংকট থেকে উদ্ধারের আশায় তারা তখন একমনে ঠাকুর-দেবতার কাছে প্রার্থনা করছে। এমনই সময় একজন দূত এসে খবর দিল, মা ভলুমনিয়ার অনুরোধে শেষপর্যন্ত কোরিওলেনাস রোম আক্রমণের সংকল্প ত্যাগ করেছেন।

"মা ভলুমনিয়ার জন্যই আজ রোম ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেল," বললেন কোরিওলেনাসের বন্ধু এগ্রিপ্পা, "ওঁকে সম্মানিত না করলে ভবিষ্যতের কাছে আমাদের অপরাধী হতে হবে।" এগ্রিপ্পার মন্তব্যে কয়েকজন সেনেটরও সায় দিলেন। কোরিওলেনাস নিজের মা-এর অনুরোধ রাখতে রোম আক্রমণের সংকল্প ত্যাগ করেছেন— দেখতে দেখতে এ খবর রটে গেল চারদিকে, রোমের অগণিত মানুষ কোরিওলেনাসের মা ভলুমনিয়ার নামে আকাশ কাঁপিয়ে জয়ধ্বনি দিতে লাগল, ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে তাদের সবার মন খুশিতে ভরে উঠল।

ওদিকে কোরিওলেনাস তাঁর মায়ের অনুরোধ রাখতে রোম আক্রমণের সংকল্প ত্যাগ করেছেন শুনে তাঁর ওপর রেগে আগুন হলেন ভলসিয়ানদের নেতা টাল্লাস অফিডিয়াস, সমবেত জনতার সামনে তিনি রোম আক্রমণের পরিকল্পনা এভাবে বানচাল করার জন্য কোরিওলেনাসকে বিশ্বাসঘাতক বলে অভিযুক্ত করলেন।।

অফিডিয়াসের বক্তব্য শেষ হতে উপস্থিত ভলসিয়ানরা চেঁচিয়ে বলল, "একজন সাধারণ মহিলার কাতর গলায় অনুরোধ শুনে কোরিওলেনাস রোম আক্রমণের পরিকল্পনা বানচাল করে পেছন থেকে আমাদের ছুরি মেরেছেন। চরম বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া একে আর কিছু বলা যায় না। আর বিশ্বাসঘাতকের একমাত্র শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড! আমরা এখানেই কোরিওলেনাসকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে চাই!"

"বেশ তবে তাই হোক," জনগণের সিদ্ধান্তে সায় দিয়ে বললেন কোরিওলেনাস, "তোমরা আমায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করো। কথা দিচ্ছি আমি তোমাদের বাধা দেব না।"

"আমাদের মনে হচ্ছে আমরা একতরফা ওঁর বিচার করছি," কয়েকজন অভিজাত ভলসিয়ান সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, "তাঁরও কিছু বলার থাকতে পারে, সে অধিকারটুকু ওঁকে দেয়া উচিত"।

কিন্তু ক্ষিপ্ত জনতা মুষ্টিমেয় কয়েকজন অভিজাতের কথার কান না দিয়ে চারদিক থেকে ঘিরে কোরিওলেনাসের ওপর বৃষ্টির ধারার মত আঘাত করতে থাকে। কোরিওলেনাস তাঁর কথা রাখলেন, বাধা দেবার কোনও চেষ্টা না করে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উন্মত্ত ভলসিয়ান জনতার মার খেতে লাগলেন। অল্প কিছুক্ষণের ভেতর কাটা গাছের মত সেনাপতি কোরিওলেনাসের নিষ্প্রাণ রক্তাক্ত মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে, তাঁর দেহের রক্তধারা মিশল পথের ধুলোয়।

"যাক ব্যাপারটা এভাবে শেষ হওয়ায় সবদিক থেকেই ভাল হল।" আড়চোখে কোরিওলেনাসের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে টাল্লাস অফিডিয়াস মন্তব্য করলেন, "উনি বেঁচে থাকলে আমাদের সবারই ক্ষতি হত।" প্রচণ্ড বিদ্বেষেণ তাড়নায় কোরিওলেনাসের

মৃতদেহ দু'পাশে দলে মাড়িয়ে তার ওপর উঠে দাঁড়ালেন অফিডিয়াস, জনতার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ লোকটা বীর হলেও আমাদের কী মারাত্মক বিপদের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তা যখন জানবেন তখন ওঁর মৃত্যুর জন্য আপনারা সবাই আনন্দ করবেন। সেনেটের সভায় আমাকে ডাকা হলে এ ব্যাপারে সব আমি সেখানে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করব। তারপরে আপনাদের বিচার মাথা পেতে নেব।"

কোরিওলেনাসের মৃতদেহের প্রতি অফিডিয়াসের অসম্মান প্রদর্শন আর তাঁর বক্তব্য উপস্থিত অভিজাত মানুষদের কাছে অসহ্য ঠেকল। তাঁরা বললেন, "তখন আর ব্যাখ্যা করে কী হবে! যাঁকে নিয়ে এতো কাণ্ড, তিনি ত আপনার মতো বড়ো যোদ্ধার চোখের সামনে একরকম স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করলেন! ওঁর মৃতদেহকে দলে মাড়িয়ে অনেক অপমান করেছেন। এবার দয়া করে ওঁকে যথাযোগ্য সম্মান দেখান। সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।" অভিজাতদের কথা শুনে অফিডিয়াস কিছু বলতে পারলেন না। তাঁদের ইচ্ছা মেনে নিয়ে তাঁর সৈনিকেরা কোরিওলেনাসের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহটি সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। মৃতের প্রতি সম্মান দেখাতে বেজে উঠল শোকের বাজনা।

★ ★ ★ ★ ★